RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - M.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - 4.1; Group - A.
Teacher - Sri Partha Pratim Bhowmik.

Gharanas of Hindustani Music

4. Vishnupur Gharana

বিষ্ণুপুর বাংলার একমাত্র সঙ্গীত ঘরানা। এই ঘারানার সুত্রপাত গদাধর চক্রবর্তী নামক জনৈক সঙ্গীত রসিক ব্যক্তির দ্বারা ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আমন্ত্রনে সেনী ঘরানার খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ উস্তাদ বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে আসেন। উস্তাদ বাহাদুর খাঁ একাধারে ধ্রুপদ গাইতেন এবং তৎসহ বীণা, রবাব ও সুরশৃঙ্গার বাজাতেন। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে মাননীয় সঙ্গীত শিল্পী রূপে অবস্থান করেছিলেন এবং গদাধর চক্রবর্তী নামক সঙ্গীতোৎসাহী একজন রাজকর্মচারীকে ধ্রুপদ গায়ন এবং বীণা ও সুরশৃঙ্গার বাদনে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। ফলে বিষ্ণুপুরে পরবর্তীকালে ধ্রুপদ, বীণা, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি চর্চা শুরু হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিষ্ণুপুর ঘরানায় খেয়াল, সেতার ও এস্রাজ বাদনেরও প্রচলন হয়েছিল।

গদাধর চক্রবর্তী তাঁর অর্জিত বিদ্যা দান করেছিলেন শিষ্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে। রামশঙ্করের মাধ্যমেই শিষ্য ও প্রশিষ্য ক্রমে এই ঘরানার সম্প্রসারণ ঘটেছিল। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের শিষ্যদের মধ্যে আছেন অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। রামশঙ্করের শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে এই ঘরানার সম্প্রসারণ হওয়ার কারণে,

অনেকে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকেই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচনার পথিকৃৎ।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নিজে বিষ্ণুপুরে থাকলেও তাঁর শিষ্যগণ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য্য প্রথমে কোচবিহার রাজদরবারে এবং পরে কোলকাতার সাতুবাবুর সঙ্গীত সভায় যোগদান করেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কোলকাতার যতিন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গিত সভায় যোগদান করেছিলেন। এইসব সঙ্গীত কেন্দ্রে এঁনাদের হাতে তৈরী সঙ্গীতশিল্পীদের দ্বারা বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল।

অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরেই ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর নিজের চার পুত্র - রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ব্যতিত আরো যারা আছেন তাঁরা হলেন রাধিকামোহন গোস্বামী, পিতৃব্য পুত্র রামকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের জেষ্ঠপুত্র রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় উত্তম সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। রামকুমার বন্দোপাধ্যায়ের দৌহিত্র সত্যকিঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ও সুনিপুণ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। এঁরা ধ্রুপদ ও খেয়াল - দুই-ই গাইতেন।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ; রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের শিষ্য গোকুলচন্দ্র নাগ, অশেষ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। সত্যকিঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের শিষ্য পুত্র অমিয়রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, পুত্র নিহাররঞ্জন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখদের দ্বারা বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রসার ঘটেছিল।

পরবর্তীকালের শিষ্য ও প্রশিষ্যদের মধ্যে আছেন - মনিলাল নাগ, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মুর্শিদাবাদের কাদের বখশ্, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ।

সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য :-

এই ঘরানা মুলতঃ ধ্রুপদ - কেন্দ্রিক। তবে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদে গমক

বা লয়কারীর প্রয়োগ খুবই কম। সহজ ও অনাড়ম্বর সরল গতিতে স্বরের প্রয়োগ হয়। গায়কী সরল; বিভিন্ন অলঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগ শুনতে পাওয়া যায়। তবে অলঙ্কারের প্রয়োগে আধিক্যতা পাওয়া যায় না।

ভাবগম্ভীর খোলা আওয়াজ এই ঘরানার গানের বৈশিষ্ট্য। এই ঘরানার খেয়াল গানে ধ্রুপদী চালের রাগ বিস্তার শুনতে পাওয়া যায়। খেয়াল গানের তান সরগম জোরালো স্বরপ্রয়োগ ও সপাট তানের প্রয়োগ শোনা যায়।

এই ঘারনার বীণা ও সুরশৃঙ্গার বাদনেও ধ্রুপদী চালের স্বরপ্রয়োগ ঘটে থাকে। কণ্ঠসঙ্গীতের মতন যন্ত্রসঙ্গীতেও অলঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগ শোনা যায়। বাদন রীতিতে সপাট তানের প্রয়োগ ঘটে।

এই ঘরানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রাগরূপায়ণে নিজস্বতা। যেমন- পূরবী ও বসন্ত রাগে শুদ্ধ ধৈবত, রামকেলি রাগে কড়ি মধ্যম বর্জন, বেহাগ রাগে ও ভৈরব রাগে আরোহণে বক্রভাবে কোমল নিষাদের স্পর্শ প্রয়োগ ইত্যাদি।

5. Dagar Gharana

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উত্তরপ্রদেশের ডাগরপুর গ্রাম নিবাসী গোপালদাস নামক একজন সঙ্গীতসাধক, সামাজিক বিরম্বনার ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নতুন নাম হয় ইমাম খাঁ। তাঁর পুত্র বেহরাম খাঁ-ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। ইমাম খাঁ-এর সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে প্রতক্ষ্যভাবে কিছু জানা না গেলেও, বেহেরাম খাঁ-র সঙ্গীতশিক্ষা পিতা ইমাম খাঁ-এর কাছেই হয়েছিল।

সম্ভবত গোপালদাস ধর্মীয় গান গাইতেন। ফলে বেহেরাম খাঁ-এর গানেও ধর্মীয় গানের প্রশান্তি প্রতিফলিত হয়েছে। বেহেরাম খাঁ সংস্কৃত ভাষাতেও সুপন্ডিত ছিলেন। রচনা করেছেন বহু ধ্রুপদ গান। ওনার গানে ধর্মীয় গানের মতো সরল ভক্তিপূর্ণ ও সামান্য অলঙ্কার মিশ্রিত সুরের প্রয়োগ পাওয়া যেত।

সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত করে বেহেরাম খাঁ প্রথমে দিল্লী ও পরে জয়পুর যান এবং জয়পুরের রাজদরবারে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। বেহেরাম

খাঁ-এর পিতা ডাগরপুর গ্রামের প্রচলিত গীতভঙ্গীতেই গান গাইতেন। ফলে বেহেরাম খাঁ-এর গানে সেই ডাগরপুরী বা ডাগরী ভঙ্গী স্থায়িত্ব পেয়েছিল।

বেহেরাম খাঁ মূলত ধ্রুপদীয়া। তবে ,বীণা ও খেয়ালগানের বিষয়েও তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর শিষ্য তালিকায় রয়েছেন নিজেরই দুই পুত্র - সাদত খাঁ ও আকবর খাঁ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হায়দার খাঁ-এর পুত্র মহম্মদ জান; মহম্মদ জানের দুই পুত্র- জাকিরুদ্দীন খাঁ ও আল্লাবন্দে খাঁ; ইন্দোরের বন্দে আলি খাঁ, পাঞ্জাবের আলি বখ্শ খাঁ ও ফতে আলি খাঁ প্রমুখ।

বেহেরাম খাঁ-ই এই ঘরানার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কারণ, জয়পুর দরবারে থাকা কালীন সময়ে তিনি পরিবারের সমস্ত শিল্পীদের একত্রিত করে পারিবারিক সঙ্গীত ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বেহেরাম খাঁ-র কনিষ্ঠ পুত্র আকবর খাঁ অবিবাহিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সাদত খাঁ-এর দৌহিত্র রিয়াজুদ্দীন খাঁ অপুত্রক ছিলেন। রিয়াজুদ্দীন খাঁ-এর সাথেই বেহেরাম খাঁ-এর বংশধারা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সঙ্গীত পরম্পরা বেহেরাম খাঁ-এর ভ্রাতুস্পুত্র মহম্মদ জানের দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছিল।

বেহেরাম খাঁ জয়পুরেই এই ঘরানাকে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত করেছিলেন। কিন্তু মহম্মদ জানের পুত্র জাকিরুদ্দীন খাঁ উদয়পুর রাজদরবারে যোগ দেন এবং আল্লাবন্দে খাঁ আলোয়ার রাজদরবারে যোগ দেন। ফলে ডাগর ঘরানার কেন্দ্র জয়পুর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে উদয়পুর ও আলোয়ারে প্রতিস্থাপিত হয়। ওই সময় থেকে এঁদের ঘরানায় শুধুমাত্র ধ্রুপদ গায়ন ও বীণা বাদনের রীতি প্রচলিত রইল।

জাকিরুদ্দীন খাঁ-এর একটি পুত্র জিয়াউদ্দীন খাঁ, এবং জিয়াউদ্দীন খাঁ-এর চারটি পুত্র - মহিউদ্দীন খাঁ, ফরিদুদ্দীন খাঁ, শফিউদ্দীন খাঁ ও জালালুদ্দীন খাঁ। আল্লাবন্দে খাঁ-এর চারটি পুত্র - নাসিরুদ্দীন খাঁ, রহিমুদ্দীন খাঁ, ইমামুদ্দীন খাঁ ও হুসেনুদ্দীন খাঁ। এদের দ্বারাই পরবর্তীকালে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে এবং শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে এই ঘরানার প্রসার ঘটেছিল। এখনো এই ঘরানার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা বিদ্যমান। এই ঘরানার কিছু শিল্পীর নাম - এম আর গৌতম, দেবশঙ্কর দ্বিবেদী, নিমাইচাঁদ বড়াল, বিজয় কিচলু, রবি কিচলু প্রমুখ।

সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য :-

এই ঘরানার ধ্রুপদ গানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ঠ হোল সরল ও মনোরম স্বরপ্রয়োগ। গানের পংতিগুলিতে সহজবোধ্য অনায়াস ছন্দ প্রযুক্ত হয়। গানের কাব্যাংশে কখনো দ্বি-মাত্রিক, কখনো ত্রি-মাত্রিক ছন্দ একটি সার্বিক বোধগম্যতা সৃষ্টি করে।

স্বরের প্রয়োগে মীড়, গমক ও অন্যান্য অলঙ্কারেরও যথোচিত প্রয়োগ দেখা যায়। খোলা আওয়াজ ও রমনীয়তা এই ঘরানার গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধ্রুপদ গানের পাশাপাশি বীণা বাদনেও এই ঘরানার শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতার প্রমাণ রাখেছেন। বেহেরাম খাঁ স্বয়ং বীণাবাদনে পারদর্শী ছিলেন।

এই ঘরানার ধ্রুপদ গানে সরল ও মিশ্রগতির নানাপ্রকার ছন্দের লয়কারী শুনতে পাওয়া যায়। লয়কারীর বৈচিত্রময় প্রয়োগ এই ঘরানার গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রুতিমধুর আকর্ষনীয় তেহাই গানের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি করে। ধ্রুপদ গানে যুগ্মগায়নের প্রচলন এই ঘরানাতেই প্রথম দেখা যায়।